ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৬১
আগরতলা,৮ সেপ্টেম্বর,২০১৯

৬৮তম উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভাষণ
গুয়াহাটি
৮-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

ত্রিপুরার ৩৭ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এন ই সি-এর ৬৮তম বৈঠকে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। এতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে এই অঞ্চলের পরিচিতি বেড়েছে। দেশের বাকি অংশের সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আর্থিক, পরিকাঠামোগত, কর্মসংস্থান, শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজী তথা এন ই সি-র চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সমূহ এই অঞ্চলের প্রগতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

আমি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ডোনার মন্ত্রী ড. জীতেন্দ্র সিংজীর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ যিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে আসছেন। কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর মূল্যবান সাহায্য এই অঞ্চলের ইতিবাচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বদাই রয়েছে।

ত্রিপুরা সরকার বিশ্বাস করে যে তিনটি নীতিতে সেগুলি হচ্ছে কাজ, সংস্কার ও পরিবর্তন। অর্থাৎ আগামী তিন বছরে রাজ্যকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

বিগত ১৭ মাসে রাজ্যের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে ত্রিপুরা সরকার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলি হচ্ছে ঃ

এই প্রথম রাজ্য সরকার এবং ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফ সি আই) যৌথভাবে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচিতে ২০১৮-১৯ বছরে প্রতি কেজি ১৭.৫০ টাকা মূল্যে ১০,৪০৬ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০ বছরে ১৬,৪৭০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে।

গত বছর 'ক্যুইন আনারস'-কে মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাজ্য ফল হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর এই আনারস বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্য ছাড়াও দুবাই ও কাতার-এর মতো আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছেছে।

***২-এর পাতায়

২০১৯ সালে ৩৫০০ মেট্রিক টন ‘কুইন ও কিউ’ আনারস বাইরের রাজ্যে এবং ৩০০ মেট্রিক টন আনারস দুবাই এবং বাংলাদেশে রপ্তানী করা হয়েছে। আনারস চাষ ও বাজারজাতকরণের জন্য চাষীরা এখন সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে।

বনায়ণ ও সড়কের সৌন্দর্যায়নে রাজ্য সরকার ৮৫৩ কিমি জাতীয় সড়ক সহ ১৩,১২০ কিমি রাস্তার জন্য রোডসাইড বিউটিফিকেশন এন্ড প্ল্যান্টেশন অব ট্রিজ (আর বি পি টি) নামে নতুন প্রকল্প তৈরী করেছে। প্রথম ধাপে আগরতলার বাধারঘাট এবং সাব্রুমের মধ্যে ১২৫ কিমি সড়কের পাশে গাছ লাগানোর কাজ আগামী মাসের মধ্যেই শেষ করা হবে। রাস্তার পাশের গাছের পরিচর্যা করার জন্য রাস্তার সন্নিকটে অবস্থিত পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকার মাসিক ২০০ টাকা করে সাহায্য দেবে।

রাজ্য সরকার অটল জলধারা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সুবিধা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্যের খরচে ৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের এমন একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার গত বছর ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (টি ইউ ডি এ) গঠন করেছে এবং এই আরবান সংস্থাটি আগরতলায় ১০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য তিনটি টাউনশীপ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ৫০০০ কৃষক পরিবারকে ১০,০০০ গাভী প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প চালু করবে। কিছুটা হলেও কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করা, দুধের চাহিদা পূরণ ও অপুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা হ্রাসে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাভী কিনতে হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যময় পারস্পরিক সংস্কৃতি, সম্প্রীতি ও ঐক্যকে দৃঢ় করতে রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সুদূরপ্রসারী ‘কালচার‍্যাল হাব’ গড়ে তোলার প্রস্তাব দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন স্ব-শাসিত সংস্থা ললিতকলা একাডেমি, ন্যাশন্যাল স্কুল অব ড্রামা, সাহিত্য একাডেমি ও সঙ্গীত নাটক একাডেমির শাখা কেন্দ্র এই হাব-এ অন্তর্ভুক্ত হবে। ত্রিপুরার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। তাদের পারস্পরিক জীবন ও সংস্কৃতিকে আরো উৎসাহ দিতে ও উন্নয়ন ঘটাতে আগরতলায় সম্প্রতি ভারতের চারু শিল্পের জাতীয় সংস্থা তথা ললিতকলা একাডেমির এক আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

রাজ্যে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আরো বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে রাজ্য সরকার শীঘ্রই একটি আই টি হাব স্থাপন করবে। এই আই টি হাব স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের আই টি ক্ষেত্রে চাকুরির জন্য আর ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ বা চেন্নাই-এ ছুটে যেতে হবে না।

***৩-এর পাতায়

এন ই সি সংক্রান্ত বিষয় ঃ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৬৬তম প্লেনারি বৈঠকে এন ই সি-র গতানুগতিক বাজেট বরাদ্দ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয় ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, জনসূচক ইত্যাদি সূচকের ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা ১২% বাজেট বরাদ্দ পাবে। তথাপি বিগত পাঁচ বছরের (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯) অর্থ প্রদানের নিরিখে লক্ষ্য করা গেছে এই সময়ে ত্রিপুরা মাত্র ৭.২০ শতাংশ অর্থ লাভ করেছে। এটা আমাদের রাজ্যের কাছে খুবই উদ্বেগের বিষয়। তাই নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরাতে ১২% শতাংশ অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের বাজেটের ৬০ শতাংশ অর্থ আটটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় ভাগ হিসেবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও মন্ত্রণালয়গুলির জন্য রেখে দেওয়া হয় বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রকল্প রূপায়নের জন্য। এখন তার পরিবর্তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পর্ষদের বাজেটের ৯০ শতাংশ অর্থ ভাগ করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বাকি ১০ শতাংশ অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ রেখে দিতে পারে এই অঞ্চলে বিভিন্ন জরুরী প্রকল্প হাতে নেবার জন্য। ডোনার যেভাবে প্রকল্প অনুমোদন করে সেই মত বিভিন্ন রাজ্যে প্রকল্প চূড়ান্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এতে পর্ষদের প্রকল্পের অনুমোদন এবং রাজ্যে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্পের মূল্য কমানো বাড়ানো এবং কম্পোনেন্ট ভিত্তিক পরিবর্তন করার জন্য রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে।

চলতি অসমাপ্ত প্রকল্পগুলিকে শেষ করার জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ-কে দেওয়া ৫৮০ কোটি টাকা খুবই কম। তার মানে অপেক্ষমান সমস্ত নতুন প্রকল্প রূপায়নের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য অর্থই থাকবে না। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে পর্ষদ-কে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ দেওয়া দরকার এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এন ই সি-র বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের অর্থে রূপায়িত অসমাপ্ত প্রকল্পগুলির জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার তার মধ্যে ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় অর্থরাশি বোধ হয় সবচেয়ে কম। তাই আমি ডোনার মন্ত্রককে অনুরোধ করব ত্রিপুরার জন্য কিছু নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য। ৬৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হাপানিয়াতে ''রিজিওন্যাল নার্সিং কলেজ,'' সূর্যমনিনগর সাব-স্টেশন থেকে উদয়পুর সাব-স্টেশনে (৪০ কিমি) পর্যন্ত (উদয়পুরের বনদুয়ারে দুটি ফিডার সহ) ৩৮.৭৭ কোটি টাকা মূল্যের ১৩২ কেভি ডি/সি বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন নির্মাণ এবং নর্থ-ইস্ট রোড সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্কিম এন ই আর এস ডি এস-এর আওতায় ৮২.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হামুনপুই এন এইচ ৪৪-'এ' থেকে দামছড়া (ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত) ভায়া ত্রিপুরার মনচুয়াং সড়কের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুসারে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ-কে সময় সময় এ ব্যাপারে অবগত রাখা যেতে পারে যাতে পর্ষদ আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

***৪-এর পাতায়

ভারত সরকার সম্পর্কিত বিষয় :

কেন্দ্রীয় প্রকল্প (সি এস এস) এবং সেন্ট্রাল এসিস্ট্যান্স টু স্টেট প্ল্যান (সি এ এস পি)-এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থ বরাদ্দের নিয়ম ৯০ অনুপাত ১০ হলেও রাজ্যের পক্ষে ১০ শতাংশ অর্থের সংকুলান করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সি এস এস-এর বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। এতে শুধুমাত্র রাজ্যগুলিই বঞ্চিত হয় না, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলিও এই অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ বাজেটের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ১০ শতাংশ অর্থ খরচ করতে পারে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের চিত্রই এক রকম হওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে আমি বলবো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে পর্ষদের অর্থে রূপায়িত প্রকল্পগুলিতে ১০০ শতাংশ অর্থের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। সুবিধা হবে যদি এন ই সি তার বাৎসরিক বাজেটের ১০ শতাংশ অর্থ সরিয়ে রাখে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সি এস এস এবং সি এ এস পি প্রকল্পে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ১০ শতাংশ রাজ্য শেয়ারের খরচ বহন করার জন্য। এভাবে সি এস এস প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট কেন্দ্রীয় অর্থের সংস্থান থাকলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি খুবই উপকৃত হবে।

এ রাজ্যের যে সমস্ত সড়ককে নীতিগতভাবে জাতীয় সড়ক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান জাতীয় সড়কগুলির মেরামত ও দেখাশোনার জন্যও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে নদীভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দর ও ত্রিপুরা সহ আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম ইত্যাদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের মধ্যে মাল পরিবহণে সুবিধা হবে। এতে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়েতে পরিণত হবে। গোমতী নদীকে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট হিসেবে ঘোষণা করে এই প্রকল্প শীঘ্রই শুরু করা যেতে পারে ও ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে তাদের সি এস আর ফান্ডের ১০ শতাংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ব্যয় করার জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহান উদ্যোগ 'হীরা'-কে বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে। ফলে শুধু পর্যটন ক্ষেত্রই নয় আরও বহু ক্ষেত্রের বিকাশে সুবিধা হবে।

ভারত সরকারের নতুন ও পুনর্নবীকরণ শক্তি এম এন আর ই মন্ত্রক গ্রীডযুক্ত ছাদের উপরে সোলার প্রকল্প, ফেস-২ চালু করেছে এবং তাতে ৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত ৪০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অনুদান এবং ৩ কিলোওয়াট-র বেশি হলে ২০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অনুদান কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচের কারণে টেন্ডারে দেখা গেছে ত্রিপুরায় এর প্রকৃত খরচ নির্দিষ্ট সীমার তুলনায় অনেক বেশি। প্রকৃত কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার সি এফ এ পরিমাণ ৪০ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ হতে পারে এবং বাকি খরচ সুবিধাভোগীকে বহন করতে হবে। এভাবে সুবিধাভোগীর উপর আর্থিক চাপের কারণে একই ছাদের উপর সোলার প্রকল্প এবং নতুন সোলার পাম্প ও বর্তমান পাম্পগুলিকে সোলারে পরিবর্তিত করার প্রকল্প চাষিদের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হবে না।

***৫-এর পাতায়

তাই ৯০ শতাংশ অনুদান এবং ১০ শতাংশ সুবিধাভোগীর অংশীদারিত্ব করলে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

এর আগে রাজ্যগুলির শেয়ার ১০ শতাংশ থাকলেও অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রেই রাজ্যগুলির শেয়ার ১০ শতাংশের বেশি রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ স্মার্ট সিটি প্রকল্পে রাজ্যের শেয়ার হচ্ছে ৫০ শতাংশ। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার দরুণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পক্ষে শেয়ারের এই অর্থ বহন করার ক্ষেত্রে অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

এন ই সি এবং অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই রাজ্যের শেয়ার আগে রিলিজ করে দেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে বলা হচ্ছে। এতে এর আগের পদ্ধতি থেকে পরিষ্কার সরে আসা হচ্ছে। এন ই সি এবং অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজ্যের শেয়ার আগে রিলিজ করার মতো শর্ত না থাকা উচিত। এতে প্রকল্প রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হয় এবং রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন।

রাজস্বের দিক দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ রাজ্যই অপর্যাপ্ত। স্বাভাবিক পদ্ধতি ছাড়াও ফিনান্স কমিশন রেভিনিউ গ্যাপ গ্র্যান্ট মঞ্জুর করার সুপারিশ করেছে। এটা দেখা গেছে যে জি এস টির মতো বিষয় কম আদায় হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় করের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চেয়েও একটা অতিরিক্ত গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ত্রিপুরা ১৪৬১ কোটি টাকা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে যা চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের চেয়েও কম। রাজস্বের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এমন রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় করের ঘাটতির অংশও নিজেদের উদ্যোগেই মেটাতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পক্ষে এই ঘাটতি মেটানো খুবই কষ্টকর। তাই রাজস্বের দিক দিয়ে অপর্যাপ্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত রেভিনিউ গ্যাপ গ্র্যান্ট প্রদানের মাধ্যমে এই ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমি আত্মবিশ্বাসী যে, উত্তর-পূর্ব পর্ষদের এই বৈঠকের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের সুসংহত উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেবে।

*****